India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

লখ্‌নৌতে গুরুদেবের 84তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

23 জুলাই থেকে 26 জুলাই

প্রায় ষাট একর জমির উপর ভারতের অন্যতম বৃহৎ আশ্রম লখনৌতে অবস্থিত, যার চারপাশে অভ্যাসীদের জন্য এক বড় কলোনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রবল বৃষ্টির থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আশ্রম প্রাঙ্গনে নানা রকমের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা, জল নিকাশের ব্যবস্থা অভ্যাসীদের থাকার ক্ষেত্রে অনেক আরাম এনে দিয়েছে। ধ্যানকক্ষ, খাওয়ার জায়গা ও ক্যান্টিনে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক আচ্ছাদন গড়ে তোলা হয়েছিল।

21 জুলাই গুরুদেব সেখানে পৌঁছালে উপস্থিত প্রায় 15000 অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানান। ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনি নবনির্মিত ধ্যানকক্ষ বাবুজী মহারাজের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। 15000 বর্গফুটের ধ্যানকক্ষে প্রায় 3000 অভ্যাসীর বসার জায়গা আছে।

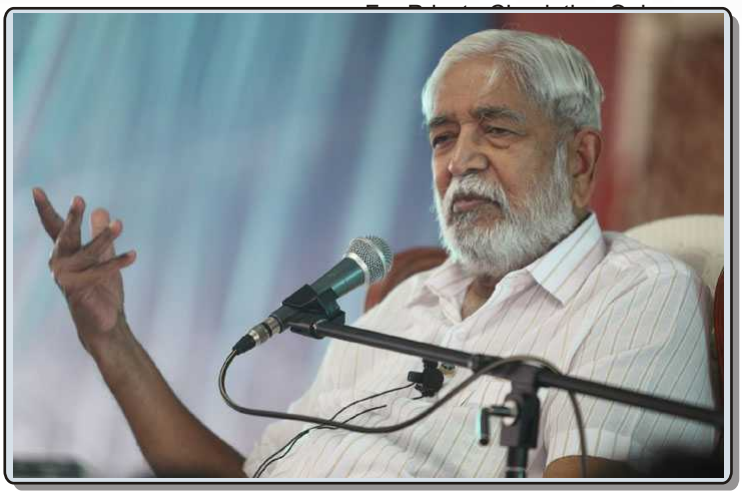

Master addressing abhyasis at Lucknow, July 2010

প্রেম ও কৃতজ্ঞতাকে মূলমন্ত্র করে 23 জুলাই উৎসবের শুরু হয়। দেশ বিদেশ থেকে প্রায় 40000 অভ্যাসী সেখানে সমবেত হন। গুরুদেব সারা উৎসবে 24 টি বিবাহ সম্পন্ন করান। চিন্তাপ্রসূত তিনটি ভাষণে তিনি আমাদের আশীর্বাদ ধন্য করেন। 24 জুলাই 'অনন্তের প্রতি সহজমার্গ' ভাষণে তিনি বলেন:–

★ 46 বছর সহজমার্গে থাকার পরও আমার যাত্রার শেষ নেই। সহজ মার্গে আমরা অনন্তের দিকে এগিয়ে চলি। আমাদেরকে অনন্তের উপর কর্তৃত্ব আনতে হবে ও তা নিজেদের মধ্যে দৃঢ়মূল করতে হবে।

★ আমরা বলি গুরুদেব আমাদের জন্য সবকিছু করবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদেরকেও একশো ভাগ সহযোগিতা করতে হবে। তাহলেই তাঁর হাজার গুণ সহায়তা পাওয়া সম্ভব।

★ সাধনাই সব কিছুর শেষ নয় বরং সাধনার মাধ্যমে আমরা গুরুদেবের উপর নির্ভরতা জাগিয়ে তুলতে পারি।

25 জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন প্রদত্ত ভাষণে গুরুদেব বলেন:–

★ এই দিনে যারা গুরুদেবের সঙ্গে থাকে তাদের প্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

★ নিজেদের প্রগতির স্বার্থে আমদের উচিত নিজেদের কাজ ও দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হওয়া।

ভাষণের আগে পরে ও সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেবের শ্বাসকষ্ট ছিল। কিছু অভ্যাসীকে তিনি বলেন, 'আমি জানিনা, আমি অসুস্থ কিনা, তবে আমি খুব একটা ভালো নেই।'

26 জুলাই গুরুদেব তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন–

★ বাবুজী মহারাজ বলতেন, একমাত্র একটা জিনিসের শেষ নেই, তা হল আধ্যাত্মিক জীবন; কারণ আত্মা দিব্যতার অংশ হিসাবে চির অমর ও চিরস্থায়ী।

★ বাবুজী মহারাজ বলতেন মমতা(মায়ের প্রেম) হল মানবজীবনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ জিনিষ। তাই গুরুকে তোমার মা হিসেবে গ্রহণ করো।

★ কোনোরকম প্রতিদানের আশা ব্যতীত যখন আমরা সেবা করি সেটাই হল বিশুদ্ধ মানের সেবা।

★ সেবাই হল তাঁর হৃদয়ে পৌঁছানোর সহজতম পথ। গুরুদেবের আমাদের সেবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ হল স্বাভাবিক বিষয় শিশু যেমন তার মাকে সেবা করে, কারণ সে তাঁর সঙ্গে থাকে, ফলে সে চিরতরে তাঁর সঙ্গে থেকে যায়।

ডঃ অপর্ণা ঘোষ, রঞ্জনা মেহেতা ও ভ্রাঃ গুরুপ্রীত বেশ কিছু ভজন পরিবেশন করেন। এ ছাড়া ডঃ সোমিয়ার ভারতনাট্যম পরিবেশনা ও বরোদা কেন্দ্রের অভ্যাসীদের দ্বারা কবীরের জীবনের উপর এক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। রাশিয়ার অভ্যাসীরা যন্ত্রসংগীতের এক মনোরম অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

এ হেন উৎসবে মিশনের অন্যান্য কার্যকরী সংস্থা যেমন SMRTI, VBSE, CREST, SHPT, ইকোজ সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভাগের কর্মীরা দলগতভাবে বসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করার সুযোগ পান। মিশনের কার্যকরী কমিটির মিটিং শেষ করে গুরুদেব সদ্য প্রকাশিত 'হুইস্পার ফ্রম দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড' এর তৃতীয় খণ্ডে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "এখানে যা কিছু ঘটেছে সবই তাঁদের জানা আছে। এ অনেকটা মাছের আধারের মত। আমরা সব আধারের ভিতরে অথচ বাইরে থেকে নজরদারী রয়েছে"। তাঁর শারীরিক অবস্থা ও কাজের চাপের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রয়োজনে বাবুজী মহারাজ বৃটিশ কাউন্সিলের সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "আমি দুর্বল হতে পারি, অশিক্ষিত হতে পারি, কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে আমি সবকিছু করতে পারি"। গুরুদেব বলেন, "আমার উচিত নয় কি আমার গুরুদেবের কাজের একশো বা হাজার ভাগের এক ভাগ প্রয়াস করার চেষ্টা করা?"

বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা কর্মকর্তা ও অভ্যাসীদের সঙ্গে গুরুদেব দেখা করেন এবং মিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়ে উপদেশ দেন। এছাড়াও তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে ও তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেন এবং তাদের সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর দেন। চিরাচরিতভাবে শিশুদের জন্য নির্মিত কেন্দ্র ছিল উৎসবে এক খুশীর মহল। প্রায় 4200 শিশু সেখানে নানা ধরণের কার্যক্রমে যেমন ম্যাজিক, পুতুলনাচ, খেলাধূলা, হস্তশিল্প প্রভৃতির মধ্যে যারপরনাই আনন্দ উপভোগ করে।

নিজের আরাম শারীরিক কষ্ট ভুলে সকলের হিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে মায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উৎসবকে সবদিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

Dining Hall

Meditation Hall

Children's Centre

গুরুদেবের ভ্রমণ

চেন্নাই

গুরুদেব তাঁর বেশীরভাগ সময় ঘর ও আশ্রমের মধ্যে যাতায়াত করে বিশ্রাম নেন। সকাল সন্ধ্যায় গায়ত্রীতে তিনি দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঘন ঘন সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তিনি মেরিনা সমুদ্রতটে কিছু সময় কাটান এবং অভ্যাসীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। জীবনের আশা আকাঙ্খার ক্ষেত্রে অভ্যাসীদের ভূমিকার প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, "কোনরকম প্রত্যাশা না রেখে যা করণীয় তা করে যাও। এই হল কর্মযোগের মূল শিক্ষা"। প্রায় এক ঘন্টা হাসি মজা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং সবশেষে আইস্‌ক্রীম খেয়ে তিনি যাওয়ার জন্য তৈরী হলে অভ্যাসীদের আরও কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কাটানোর ইচ্ছা থেকে যায়। কিছু সময় স্কুল পরিদর্শন করে 8 জুলাই তিনি কোলকাতা রওনা হন।

শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

9 থেকে 11 জুলাই গুরুদেব শিলিগুড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। স্থানীয় অভাসী ও নেপাল থেকে আসা অভ্যাসীরা তাঁকে বাগ্‌ডোগ্‌রা বিমানবন্দরে স্বাগত জানান।

সম্প্রতি নেপালে মিশন নিবন্ধিকৃত হয়েছে । তাই সেখানকার কর্মকর্তাদের প্রতি গুরুদেবের বার্তা হল, "নেপালের জনগণের কাছে এ এক মহান দিন, যদিও সচেতনভাবে তারা তা জানে না । এখন আমাদের দায়িত্ব হল, সেখানকার মানুষের কাছে সততা, প্রেম ও নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযত অধ্যাত্মিক সেবা পৌঁছে দেওয়া" । নেপালের বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরস্ এর সাধারণ সভা 10 জুলাই শিলিগুড়ি আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় ।

11 জুলাই সকালে তিনি ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন এবং তাঁর প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, অভ্যাসীদের বাহ্যিক ব্যবহারের পরিবর্তন না এলে সবকিছুই বেকার হয়ে যাবে । তিনি আরও বলেন, "গত 40 বছর যাবৎ সহজমার্গে একটা জিনিষ দেখছি যে, মানুষের কোনও উন্নতি নেই । তোমার ভিতরে কি আছে, তা গুরুদেব জানেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থা । কিন্তু অন্তরে–বাইরে এক ভারসাম্যতা বজায় রাখতে হবে । মুখে ও মনে এক হতে হবে । এই হল সহজমার্গের মূল বিষয় । আমি ভীত এইজন্য যে, আমাদের প্রশিক্ষকরা অভ্যাসীদের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জোরের সঙ্গে তুলে ধরে না" ।

গুরুদেব এও ঘোষণা করেন যে, শিলিগুড়ি আশ্রমে বিনা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা হবে এবং এই খরচ 'স্পিরিচুয়ালিটি ফাউণ্ডেশন' বহন করবে । তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, পূর্ব ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এই আশ্রমকে রিট্রিট হিসাবে ব্যবহার করবে এবং বছরে অন্ততঃ 3–4 টি আঞ্চলিক সমাবেশে সমবেত হবে ।

11 জুলাই বিকেলে গুরুদেব কোলকাতার পথে রওনা হন । তিনি আশ্রমে যাওয়ার আগে দুদিন ভ্রাঃ অজয় ভট্টরের বাড়ীতে থাকেন । 14 থেকে 19 জুলাই রাশিয়া ও নিকটবর্তী CIS দেশগুলির প্রায় 300 জন অভ্যাসীদের নিয়ে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় । প্রত্যেক দিন সকাল 6টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ, ব্যক্তিগত সিটিং ও নানা বিষয়ের উপর আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় । সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব অভ্যাসীদের সঙ্গে কটেজের সামনে সবুজ ঘাসের উপর সময় অতিবাহিত করেন । তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, নানা সন্দেহের অবসান ঘটান ও অনেক রকম ব্যাখ্যার মাধ্যমে এক গভীর শিক্ষামূলক দিক তুলে ধরেন ।

আলোচনাচক্রে অভ্যাসীদের প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'পরিবর্তনের ইচ্ছা', 'সহজ মার্গ সাধনা' এবং 'চিন্তার শক্তি' । এইসব বক্তব্য সাধনার সূক্ষ্ম দিকগুলির উপর আলোকপাত করে এবং আমাদের দৈন্যন্দিন জীবনের উপর এর প্রভাব তুলে ধরে ।

পরিদর্শনকারী অভ্যাসীরা সহনশীলতা ও সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । কোলকাতার গরম ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলা তাদের কাছে বেশ প্রয়াসসাধ্য হলেও তারা কখনও এ বিষয়কে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেন নি ।

জয়পুর

লখ্‌নৌ উৎসবের পর গুরুদেব দিল্লী হয়ে সড়ক যোগে 29 জুলাই জয়পুর পৌঁছান । নবনির্মিত কটেজের উদ্‌ঘাটনে প্রায় 300 অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানান । কটেজের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি নির্মানশৈলীর নানা খোঁজখবর নেন । তিনি বলেন, সড়কযোগে ভ্রমণ করতে তিনি বেশ প্রাণবন্ত থাকেন, অথচ এক ঘন্টার বিমান যাত্রা বড় ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে । তিনি বারান্দায় বসে অভ্যাসীদের সাথে বিভিন্ন কথাবার্তা বলেন ।

সন্ধ্যায় তিনি কটেজের বাইরে এসে প্রায় একঘন্টা লনে অতিবাহিত করেন । তিনি বলেন যে, যেকোন পরিস্থিতিতেই তিনি খুব খুশী থাকেন । একজনের উচিত সবরকম পরিস্থিতিতেই খুশী থাকা ।

30 জুলাই গুরুদেব নতুন ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন এবং তাঁর

Jaipur meditation hall

Jaipur: cottage lawns

গুরুদেব বাবুজী মহারাজকে তা উৎসর্গ করেন। প্রায় 1500 অভ্যাসীর উপস্থিতিতে তিনি সকাল 9 টার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পর তিনি গলফ কার্টে চড়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রামের প্রধান ও অন্যান্যরা প্রথাগতভাবে স্বাগত জানায় এবং তিনি প্রসাদ বিতরণ করে সকলকে আশীর্বাদ ধন্য করেন।

সন্ধ্যাবেলা সবুজ ঘাসের লনে বসে গুরুদেব একঘন্টা অভ্যাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। শিশুদের গান, আবৃত্তি শোনেন, নানা প্রশ্নের জবাব দেন।

31 তারিখ সকালে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সন্ধ্যাবেলা বিদেশ থেকে আগত অভ্যাসীদের তিনি কটেজে সিটিং এর জন্য ডেকে পাঠান এবং 200 জন অভ্যাসীকে সিটিং দেন।

1 আগস্ট গুরুদেব সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ডঃ রঞ্জনার পরিবেশিত ভজন উপভোগ করেন ও সবশেষে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এরপর তিনি আশ্রম সংলগ্ন কলোনী 'গুরুদেবের সৃষ্টি'তে যান। আশ্রমের জন্য জায়গার পরিমাণ 10 একর এবং কলোনীর জন্য বরাদ্দ জমি 20 একর।

দিনের বেলা গুরুদেব লাগাতর অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। বিকালে তিনটের প্লেনে তিনি মুম্বাই রওনা হন। এখানে তাঁর থাকার দিনগুলোতে তিনি অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, যেমন ই-মেলের জবাব দেওয়া, প্রশাসনিক কাজকর্মের তদারকি করা, কিছু নতুন প্রশিক্ষক তৈরী করা ইত্যাদি।

মুম্বাই

1 আগষ্ট গুরুদেবের পরিদর্শনের সংবাদ মুম্বাই এর অফিসারদের কাছে হঠাৎ আনন্দের জোয়ার এনে দেয়। অধিকাংশই লখনৌ থেকে সদ্য ফিরেছিল আর সেইসঙ্গে গুরুদেবের আগমণের প্রস্তুতি প্রবল বর্ষণের মধ্যেই সকলকে প্রাণবন্ত করে দিয়েছিল। 1500 অভ্যাসী মুম্বাই ও নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে পানভিল আশ্রমে সমবেত হন।

রাত 7-20 মিনিটে জয়পুর থেকে এসে গুরুদেব সোজা আশ্রমে চলে যান। উৎসাহিত যুবগোষ্ঠি বিশেষভাবে প্রস্তুত সংগীতের মাধ্যমে গুরুদেবকে স্বাগত জানায়। গুরুদেবকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। নিজের বিশ্রামের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে গুরুদেব সরাসরি অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি খাবার ঘরে এলে আকুল হৃদয় অভ্যাসীরা তাদের প্রিয়তমকে দেখে পরিতৃপ্ত হয়।

পরদিন সকালে ধ্যান কক্ষের সংলগ্ন উদ্যানে উপস্থিত হয়ে সকলকে আশ্চর্য করে দেন। বাইরের শীতল বাতাবরণ উপভোগ করে তিনি সোজা ধ্যান কক্ষে গিয়ে এক ঘন্টা ধ্যান পরিচালনা করেন। সারাদিন তিনি নিজের কাজ ও অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করায় ব্যস্ত ছিলেন। বিকেল 3-30 মিনিটে অভ্যাসীরা তাঁকে চা পানে আমন্ত্রণ জানান। গুরুদেব সকলের সঙ্গে আধঘন্টা কফি ও হাল্কা খাবার সহযোগে উপভোগ করেন। 5-30 মিনিটে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

3 তারিখে সকাল 7-30 মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনার পর তিনি একটি বিবাহ সম্পন্ন করান। সরল জীবনযাত্রার উপর তিনি এক গভীর চিন্তা প্রসূত ভাষণ দেন। এরপর গুরুদেব ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে যান এবং 5 আগষ্ট চেন্নাই রওনা হন।

চেন্নাই

গুরুদেব তাঁর জন্মদিন লখ্‌নৌতে উদ্‌যাপনের পর 5 আগস্ট চেন্নাই ফিরে আসেন। 8 তারিখ তিনি রবিবারের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং অভ্যাসীদের খুশী তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে। 9 আগস্ট তিনি 'গায়ত্রী'তে যান এবং সন্ধ্যাবেলা অভ্যাসীদের কর্তব্য ও নানা সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা করেন।

14 আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি LMOIS হস্টেল পরিদর্শন করে ছাত্রদের সঙ্গে রাতের আহার করেন। গুরুদেব বেশ প্রফুল্ল চিত্তে ছিলেন এবং সকলের সঙ্গে নানা কথাবার্তায় মশ্‌গুল হয়ে ছিলেন। ছাত্রদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে সদ্য ফিরে আসা দলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে গান শোনা, বক্তব্য রাখা এসবে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। সঙ্গীতের গুরুত্ব ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এতে আত্মার পুষ্টি যোগায় এবং তাঁর আশা স্কুলে গান বাজনার ব্যাপক চর্চার ব্যবস্থা করা। গুরুদেবের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে সকলে নিজেকে ধন্য মনে করে।

উত্তর আমেরিকার অভ্যাসীদের জন্য আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে প্রায় 800 অভ্যাসী ও 200 শিশু মানাপাক্কামে 16 থেকে 20 আগস্ট সমবেত হন।

Panvel Ashram

With LMOIS hostel students

গুরুদেবের উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ ও তাঁর ভাষণ ছিল আলোচনা চক্রের প্রাথমিক বিষয়। ভ্রাঃ কান্নান, ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণার ভাষণ, ঝজঈগ USA ও CANADAর বার্ষিক সাধারণ সভা, নতুন অভ্যাসীদের সঙ্গে গুরুদেবের সাক্ষাৎ, প্রশিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ওমেগা স্কুল পরিদর্শন, প্রশ্ন উত্তর পর্ব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান – এই ছিল আলোচনা চক্রের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

কথায় আছে, প্রথম অধিবেশনে ঘরের যাবতীয় অহেতুক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। USA সাধারণ সভায় গুরুদেব তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের অনেক সুযোগ রয়েছে, যা বাজেয়াপ্ত করে রাখা উচিত, "যেমন কাঠবেড়ালী সুপারী সঞ্চয় করে রাখে শীতকালের জন্য আর বরফ পড়লে দেখা যায় তারা তাদের সঞ্চিত ধনের উপর পড়ে মরে আছে। অর্থাৎ যে খাবার তারা খেতে পারেনি"।

আলোচনা চক্রের দিনগুলিতে গুরুদেবের কুটিরের ফটক মাঝে মাঝে উন্মুক্ত করে দেওয়া হত যাতে সকলে শিখার কাছাকাছি যেতে পারে। এই ঐশী ব্যবহার উদারতা ও সাংকেতিকতায় পরিপূর্ণ ছিল, যেন তা বলে দিচ্ছে কিভাবে উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে হবে। হে ভাই বোনেরা – তোমাদের জাতিকে পরিবর্তন করতে হলে তোমাকে দিয়ে তার শুরু ও শেষ করতে হবে – হৃদয় খুলে দাও, আর কখনোও তা বন্ধ কোরোনা। 20 আগস্ট শুক্রবার আলোচনা চক্রের সমাপ্তি ঘোষণা হয় অভ্যাসীদের প্রেম ও করুণাসিক্ত হৃদয় নিয়ে। প্রত্যেকের অন্তরে তাঁর উপস্থিতিতে আরও কিছুদিন কাটানোর প্রবল আকুলতা বিদ্যমান ছিল।

নতুন প্রকাশনা

গুরুদেবের জন্মোৎসবে লখ্‌নৌতে বেশ কিছু নতুন বই প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নীচে প্রদত্ত হল।

জার্মানের ডঃ ব্রিগেটি স্মিথ্ এবং বাচ্ছাদের দশসূত্রের সরল উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে এক শিল্পের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

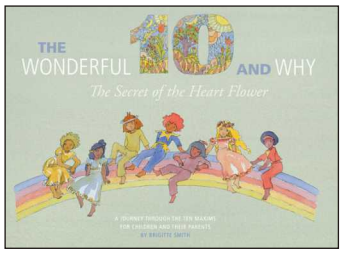

'হাবল্ বাবল্', 'হি দি হুক্কা এ আই' মারঠি, গুজরাটি, কানাড়া, তামিল, তেলেগু এবং মালয়ালাম ছটি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।

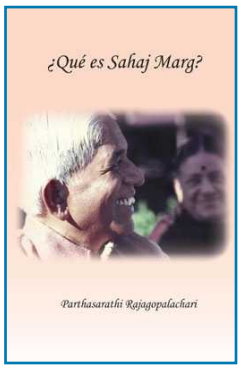

What is Sahaj Marg
Spanish

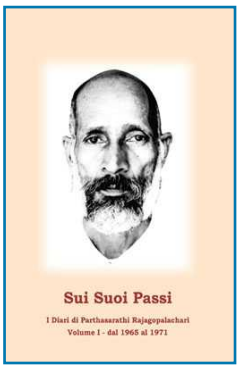

In His Footsteps-Vol 1
Italian

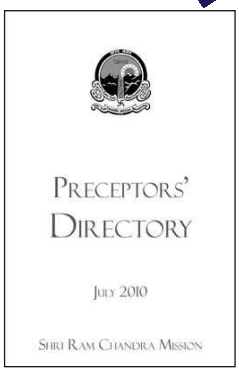

Prefect Directory

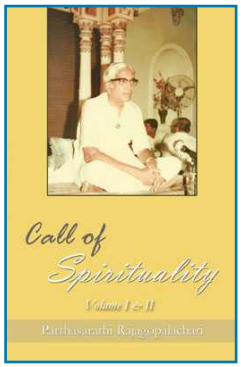

Call of Spirituality
Vol I & II
English

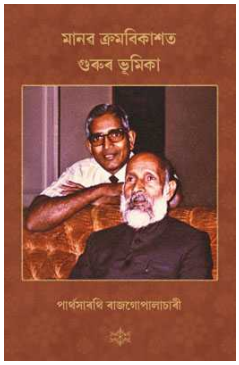

Role of the Master in
Human Evolution
Assamese

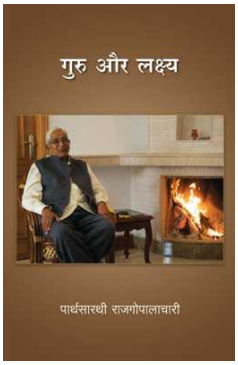

Guru and the Goal
Hindi

HeartSpeak 2005
Hindi

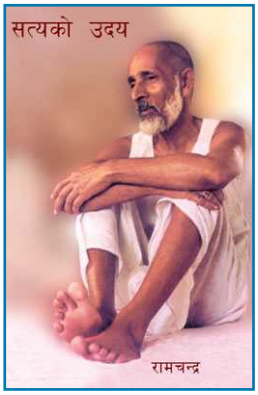

Reality at Dawn
Nepali

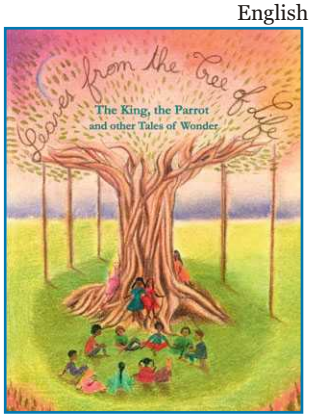

Leaves from the Tree of
Life
English

Preceptor's Journal

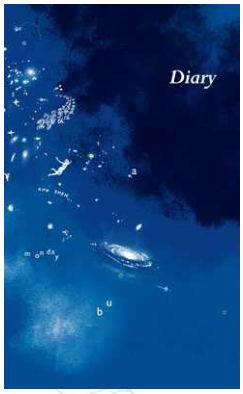

Youth Diary

অতীতের পানে

1973 সালে মাদ্রাজে লালাজী মহারাজের জন্মোৎসব উদযাপন।

গুরুদেব তাঁর ডায়েরীতে খুব সুন্দরভাবে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যা 'In His Footsteps (Vol 2)' বইতে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের প্রিয় স্মামীর পরিচালনায় সমবেত কন্ঠে প্রার্থনা সংগীতের মাধ্যমে উৎসবের আরম্ভ হয়েছিল। এরপর গুরুদেব মাদুরাই থেকে নিয়ে আসা বই ও গোলাপের মালা বাবুজীকে অর্পণ করেন। লালাজীর লেখা 'Truth Eternal' এর বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 10 টাকা মূল্যের 500 কপি বই তৎক্ষণাৎ বিক্রি হয়ে যায়।

গুরুদেব স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন যে, বাবুজী মহারাজ শতবর্ষের প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় তাঁর দেওয়া বার্তা পড়ে শোনান। "তাঁর গ্রন্থনা থেকে প্রায় 20 মিনিট পড়ে শোনান এবং পঠন কালে দু– দুবার লালাজীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও আবেগে তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। চোখের দুপাশ দিয়ে জল নেমে আসে। ফলে কিছু সময় তাঁকে জল মোছার জন্য থামতে হয় এবং আবার পড়া শুরু করেন। কি অসীম প্রেম ও ভক্তিই না ছিল তাঁর গুরুর প্রতি। তাঁর মতো আমরা হতে পারবো কি?"

বাবুজীর বার্তার অভিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে এমনভাবে দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে তা আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে ও অন্তরে প্রিয়তমের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

সুখস্মৃতি রোমন্থন করে গুরুদেব বলেন, বাবুজী মহারাজ উৎসবের দরুণ খুব খুশী হয়েছিলেন। 27 ফেব্রুয়ারী 1973 সালে তিনি লেখেন: গুরুদেব সন্ধ্যাবেলা গায়েত্রীতে আসেন এবং যখন আমরা দুজন একলা ছিলাম তখন তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমি তোমার উপর খুব খুশী, তুমি বিরাট কাজ করেছ'। আমরা আশা করি ও প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন গুরুদেবের হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির দ্বারা আনন্দ দিতে সক্ষম হই।

উৎসবে বাবুজী মহারাজের বার্তার উদ্ধৃতি:

"আমাদের উচিত এই উৎসবকে শুধুমাত্র গুরুর অন্তরে সমাহিত থাকার জন্য প্রয়াস করা, যা কিনা আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেবে। সতত স্মরণ এমনভাবে হতে যাতে মনে হয় সবখানের সবকিছু থেকে স্মরণের চিন্তা উৎসারিত হচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই হল সত্যিকরের স্মরণের কলা। এই খেলা আমাদের কল্যাণের জন্য"।

"কেউ যদি তার জীবনের সমস্যা সহজে সামলে নিতে চায় তাহলে তার উচিত নিজের মনে সঠিক চিন্তা স্থাপন করা। এ অবস্থা একমাত্র অনুশীলন ও নিজেকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব। নিজের অবস্থার মধ্যে সমাহিত থাকা সহজ, যা কিনা ঐশী মানের। এ হল ক্রমবিকাশের অবর্থ প্রক্রিয়া। প্রকৃত সত্যে স্থিত হওয়ার প্রতি সামান্যতম আগ্রহ ভবিষ্যত গড়ে তোলার কাজ শুরু করে"।

সর্বভারতীয় প্রবন্ধ লিখন – 2010

ইউ.এন.ইন্টারন্যাশনাল যুববর্ষ (আগস্ট 2010 –2011) উপলক্ষে SRCM ও ইউনাইটেড নেশন্‌স্ ইন্‌ফরমেশন্ সেন্টার (ভারত ও ভুটান) একযোগে এই প্রবন্ধ লিখনের আয়োজন করে। ছাত্র–ছাত্রীরা ইংরাজী, হিন্দী, কানাড়া, গুজরাটী, মালয়ালম, মারাঠী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় এই প্রবন্ধ লিখতে পারে। এই বিষয়ে বিশদ জানতে হলে ও অংশগ্রহণ করতে হলে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে অথবা essay2010@sahajmarg.org তে মেইল করতে হবে।

মিশনের ওয়েব সাইট থেকে আঞ্চলিক ভাষায় (ইংরাজী, হিন্দী, কানাড়া, গুজরাটী, মালয়ালম, মারাঠী, তামিল ও তেলেগু) প্রচার পুস্তিকা ডাউনলোড করা যাবে।

"Character Protects Life"
[Classes 6 through 9]

"Freedom Does Not Mean License, but the Wisdom to Choose What Is Right for Oneself"
[Classes 10 through 12]

"From Ambition to Aspiration, From Acquiring to Becoming"
[Undergrad and Postgrad]

নতুন নিযুক্তিকরণ

24 আগস্ট শ্রদ্ধেয় গুরুদেব নিম্নলিখিত নিযুক্তিকরণ করেন :–

ভ্রাঃ পি.সি.জোহরী – প্রবন্ধক, শিলিগুড়ি আশ্রম।
ভ্রাঃ এস.এস. মুরগড – প্রবন্ধক, ক্রেস্ট্, ব্যাঙ্গালোর।

চিঠিপত্র আদান–প্রদানের নির্দেশ

শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নির্দেশাবলী নিম্নলিখিত ওয়েব–সাইটে পাওয়া যাবে।
http://www.sahajmarg.org/resources/correspondence-guidelines

অনুবাদক প্রয়োজন

ইকোজ্ ইয়া নিউজ্‌লেটার ইংরাজী থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় (হিন্দী, কানাড়া, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, মারাঠী, মালয়ালাম ও বাংলা) অনুবাদ ও টাইপ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন।

সময় ও কম্পুউটার দক্ষতার বিস্তারিত বিবরণ সহ in.newsletter@srcm.org তে ই–মেইল করুন।

জ্ঞান ও অনুশীলনের ক্রমোন্নয়ন

Yelburga

উত্তর কর্ণাটক

নাভনগর, কালুর, বেলুর, ধারওয়াদ, হুবলি, ইয়েলবার্গা, গাদাগ, বিজাপুর ও বাসবকল্যাণে নতুন অভ্যাসীদের জন্য লাগাতার অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ নিজলিঙ্গাপা, ডঃ গজেন্দ্র সিং ও ভ্রাঃ অজিত কামাথ, ভঃ সুজাতা নাভালে, ভঃ গীতা, ভ্রাঃ প্রহ্লাদ পাকনিকর, ভঃ গীতা রেশমী এবং ভ্রাঃ রাজু কাশমপুরকর অডিও ভিডিও সহযোগে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এছাড়া SMRTI – র প্রস্তুত করা নতুন অভ্যাসীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কানাড়া ভাষাতেও পাশাপাশি চলতে থাকে।

Basavakalyan

Gadag

সহজমার্গ সাধনার মূল দিকগুলো ধ্যান, সাফাই, ডায়েরী লেখা, প্রার্থনা, ভা ারা, আমাদের মিশনের লক্ষ্য, গুরুদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং SMRTI, SMSF, CREST ও রিট্রিট কেন্দ্রের ভূমিকা প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল।

অন্ধ্রপ্রদেশ

১৮ জুলাই কুরনোলে সারাদিনব্যাপী ATP– প্রথম ভাগ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। গত এক বছর যারা অভ্যাস শুরু করেছে তারাই এতে অংশ নেয়, যার অধিকাংশই ছিল যুবগোষ্ঠী। অনুষ্ঠান সকলের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। অডিও– ভিডিও অংশের উপস্থাপনা তাদের অনেক ছোট ছোট বিষয় পরিষ্কার করে দেয়। এ হেন কার্যক্রমের প্রভূত উপকারের কথা স্বীকার করে তারা CREST, রিট্রিট কেন্দ্রের ব্যাপারে আরও বিশদ জানতে আগ্রহী হয়।

Kurnool

৮ আগস্ট যেমিগানুর কেন্দ্রে তেলেগু ভাষায় এক সারাদিনব্যাপী ATP - প্রথম ভাগ কার্যক্রম ৩০ জন অভ্যাসী নিয়ে শুরু হয়। যেমিগানুর নতুন কেন্দ্র হলেও প্রায় ৮০ জন অভ্যাসী সেখানে আছেন। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই গত এক বছর যাবৎ সাধনা শুরু করেছে। সারা অনুষ্ঠানে অভ্যাসীরা মতবিনিময়ে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল, যদিও এটা তাদের কাছে প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির।

Yemmigannur

তামিলনাড়ু

২৫–২৭ জুন তিরুপ্পুরের চেট্টিপালায়ামে তিনদিনব্যাপী অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। তামিলনাড়ুর ১৯ টি কেন্দ্র থেকে ৬৯ জন অভ্যাসী এতে অংশ নেন। ZIC ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও স্বাগত ভাষণ দেন এবং ভঃ রামাইয়া রামপ্রভু ও ভ্রাঃ ধানুমূর্তি তামিলভাষায় ATP পরিচালনা করেন। আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল ধ্যান, সাফাই ও প্রার্থনা। দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল 'অনুশাসন ও আজ্ঞাপালন' যা ভ্রাঃ অনন্ত পরিচালনা করেন এবং ভ্রাঃ রবি সুব্বাইয়া 'সতত স্মরণের' উপর ভাষণ দেন। বিকালের অধিবেশনে ভ্রাঃ রাধাকৃষ্ণান 'বিশ্বাস' এর উপর বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় দিন, রবিবারের সৎসঙ্গের পর ভঃ রামাইয়া দশসূত্রের উপর আলোকপাত করেন। ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও ও ভ্রাঃ প্রকাশের মনোমুগ্ধকর ভাষণের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। অংশগ্রহনকারীরা তাদের প্রভূত উপকারের কথা স্বীকার করেন।

Tiruppur

গৃহে সমাবেশ ও মুক্ত আলোচনা চক্র

গুলবর্গা, উত্তর কর্ণাটক

গত 23 জুন ভঃ রাধাভাই কুলকার্ণির বাড়িতে এক ছোট সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছ'জন আগ্রহী অংশ নেন। ভঃ মীরা কুলকার্ণি সহজমার্গের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন। ভ্রাঃ মনোহর সিং এক প্রশ্ন–উত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। চারজন জিজ্ঞাসু ঐদিনই অনুশীলন শুরু করেন। সারা বাড়িতে সেদিন এক খুশীর বাতাবরণ গড়ে ওঠে।

গঙ্গাবতী তালুকে ইয়েলবর্গাতে গত 11 জুলাই সান্ধ্য সৎসঙ্গের পর এক মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। 10 জন জিজ্ঞাসু তাতে অংশগ্রহণ করেন। ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকর, ভ্রাঃ রাজুলাল এবং ভ্রাঃ নিজলিঙ্গাপ্পা এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। স্থানীয় প্রশিক্ষক ভ্রাঃ রুদ্রাপ্পা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশই সাধনা শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

চিক্‌মাগালুর, দঃ কর্ণাটক

চিক্‌মাগালুর কেন্দ্রের অভ্যাসীরা ও কিছু নতুন জিজ্ঞাসু এক অভ্যাসীর বাড়িতে 15 আগস্ট সমবেত হন। ভ্রাঃ সত্যনারায়ণ সহজমার্গের তিনটি 'M' এর উপর আলোকপাত করেন যা অভ্যাসীদের বেশ উৎসাহিত করে।

গুরুদেবের একটা DVD দেখানো হয় এবং এরপর উপস্থিত অভ্যাসীরা সহজমার্গের নানা বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। ভঃ মায়না পুরানো সহজদীপ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পড়ে শোনান যা চিক্‌মাগালুরে গুরুদেবের এক অভ্যাসীর ফার্মে পরিদর্শন কে কেন্দ্র করে লেখা ছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে ভ্রাঃ কে.ইউ.শেট্টি অভ্যাসীদের প্রতি গুরুদেবের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠান শেষে অভ্যাসীদের ধ্যানে বসতে বলা হয় এবং জানতে চাওয়া হয় যে তারা মিশনের কাজে কতটা সহায়তা করতে পারবেন। অনেকে আশ্রম গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন।

একটা সফল দিন

Thrissur

Indore

Hassan

ত্রিসুর, কেরল

4 জুলাই ত্রিসুরের যোগাশ্রমে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকালে সৎসঙ্গের পর শিশুরা সততা ও বিশ্বস্ততার উপর ছোট নাটিকা পরিবেশন করে। এক রাজা যিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে থেকে একজন সৎ নগরবাসীকে খুঁজছিলেন, যা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিশ্বস্ততা ও সততার মূল্যবোধকে তুলে ধরে। শিশুদের উৎসাহ দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা এ বিষয়ে কতটা আগ্রহী এবং নিজেদের আগামী দিনের সহজমার্গের যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গুরুদেবের এক ভিডিও প্রদর্শনে বেদনা আধ্যাত্মিক যাত্রায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরা হয়। CIC ভ্রাঃ টি.পি. নারায়ণন গুরুদেবের ভাষণ মালয়ালামে অনুবাদ করে দেন। 'Revealing the Personality' বই থেকে একই বিষয়ের উপর অভ্যাসীরা আরও নানা উদ্ধৃতি দেন। 1993 সালে এই বই প্রথম প্রকাশিত হলে মনে হয়েছিল যে, তা মূলতঃ পশ্চিম দেশের জন্য বার্তা বহন করছে। কিন্তু 2009 সালে প্রকাশের পর মনে হল এর বার্তা সারা বিশ্বের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, এই বই হল দশসূত্রের উপর বিশদ আলোচনা। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দশসূত্রের উপর আলোচনা, ইন্দোর

ইন্দোর কেন্দ্রের প্রায় 27 জন অভ্যাসী দশসূত্রের উপর আলোচনার জন্য সমবেত হন। অংশগ্রহণকারীরা নিয়মিত একত্র হয়ে একটি সূত্রের উপর বিশদ চর্চা করেন। এরপর তারা সূত্রগুলিকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করাতে প্রয়াসী হন। এতে তারা এক অভুতপূর্ব ফল লক্ষ্য করেন। ভ্রাঃ অবনীশ কারমাকার ও ভ্রাঃ রাজেশ রাভেরকার এই প্রয়াসে সহযোগিতা করেন।

হাসান, দঃ কর্ণাটক

11 জুলাই রবিবার, ভ্রাঃ শ্রীনিবাস ও ভ্রাঃ সুব্রামান্যকে হাসান কেন্দ্রে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে প্রায় 60 জন অভ্যাসী যোগদান করেন।

সৎসঙ্গের পর প্রথম অধিবেশনে ভ্রাঃ শ্রীনিবাস সহজমার্গ পদ্ধতি ও গুরুর মাহাত্মের উপর আলোকপাত করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ভ্রাঃ সুব্রামান্য চরিত্র নির্মাণের গুরুত্ব ও একজনের জীবনে দশসূত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন।

বিকেলের প্রশ্নোত্তর পর্বে অভ্যাসীরা তাদের সাধনা বিষয়ক অনেক সন্দেহ নিরসন করতে পারে। কিছু অভ্যাসী তাদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করেন এবং সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পরে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

Bangalore

Ghaziabad

গোষ্ঠিবদ্ধ আলোচনা, মোরাদাবাদ

15 আগস্ট মোরাদাবাদ কেন্দ্রের যোগাশ্রম ধ্যানকেন্দ্রে এক গোষ্ঠীবদ্ধ আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। সৎ সঙ্গের পর আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে প্রায় 30 জন অভ্যাসী অংশ নেন। ভ্রাঃ অমিত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অভ্যাসীদের সাতটি দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। আলোচনার বিষয় ছিল গুরুদেবের লখনৌ এর বক্তৃতা সমূহ অর্থাৎ সেবা ও আত্মোন্নয়ন। প্রত্যেক দল স্বল্প সময় বিষয় বস্তুর উপর বক্তৃতা রাখে। অংশগ্রহণকারীরা এই অধিবেশনের উপযোগিতা যথেষ্ট উপলব্ধি করেন, যা কিনা ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রিয়তম গুরুদেবের প্রতি প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিল।

ব্যাঙ্গালোরের স্বেচ্ছাসেবীদের এক স্মরণীয় সপ্তাহ–অন্ত

ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রের আশীর্বাদধন্য তিনটি আশ্রম হল পরমধাম, আঞ্চলিক আশ্রম ও বনশঙ্করী আশ্রম। 'সপ্তাহের শেষে আশ্রমে' কার্যসূচীর মাধ্যমে অভ্যাসীদের প্রত্যেক আশ্রমে সপ্তাহের শেষে থাকার ও অধ্যাত্মিক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রথম অনুষ্ঠান আঞ্চলিক আশ্রমে ও তারপর বনশঙ্করী আশ্রমে 10 ও 11 জুলাই অনুষ্ঠিত হয়।

ধ্যানকক্ষ পরিষ্কার করা, প্রাতঃরাশ ও দুপুরের খাবার তৈরী করা এবং আরও নানা কাজে অভ্যাসীরা অংশগ্রহণ করে। দিনের 2য় ভাগে নানা বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় যেমন সেবার বিভিন্ন দিক এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজের সময় অভ্যাসীর মানসিকতা কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে। রবিবার সৎসঙ্গের পর ব্যাঙ্গালুরুতে চলতে থাকা কাজকর্মের উপর উপস্থাপনা পেশ করা হলে অনেক অভ্যাসী তাতে যোগ দিতে আগ্রহ দেখান।

পরমধামে 13 আগষ্ট সন্ধ্যায় কার্যসূচী শুরু হয়। 30 জন স্বেচ্ছাসেবী দু'দিনে উৎসাহের সঙ্গে কিছু এলাকা পরিষ্কার করে দেয় যেখানে শিশুদের উদ্যান গড়ে উঠবে। তারা বৃষ্টির জল পরিশোধন স্তম্ভ পরিষ্কার করে। এছাড়া জলের ট্যাঙ্ক, রান্নাঘর, ধ্যানকক্ষ পরিষ্কার করে। কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে সব্জী চাষের উপযোগী করে তোলে।

মধ্যাহ্নভোজের আগে তারা 'সেবার' উপর গুরুদেবের ভাষণ শোনে এবং ভোজের পর নিকটবর্তী হ্রদের ধারে শান্তবাতাবরণে কিছু সময় কাটিয়ে একে অপরকে গভীরভাবে চিনতে চেষ্টা করে। কিছু অভ্যাসী তাদের ভাষার অভিজ্ঞতা ও তাদের গুরুদেবের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। রাতে ক্যাম্পফায়ার সকলের মুখ উজ্জ্বল করে তোলে এবং শিশুরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। রাতে খাওয়া শেষ হলে সিনেমা দেখানো হয়।

পরদিন সকালের সৎসঙ্গের পর CIC ভ্রাঃ প্রভাকর তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্যের মাধ্যমে সমাবেশের সমাপ্তি করেন। এই সমাবেশ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীদের মিলিত হওয়ার ও পরস্পর মত–বিনিময়ের এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। ফলে সম্মিলিত ভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

যুবদের জন্য সময়, গাজীয়াবাদ

গাজীয়াবাদ কেন্দ্র 26 ও 27 জুন দুদিনের আবাসিক যুব আলোচনা চক্রের অয়োজন করে। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'যুবমানস : প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতির এই সময়'। ভ্রাঃ মহাবীর সিং রোহিলা স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর 'যুবাদের' উপর গুরুদেবের একটা ভাষণ শোনান হয়। এরপর ভঃ প্রীতি 'অগ্রাধিকার দিতে শেখো' বিষয়ের উপর এক কার্যক্রম পেশ করেন। রাতে খাওয়ার পর ভঃ অনিতা বেশ মনোগ্রাহী ক্রীড়া পরিবেশন করেন। 2য় দিন সৎসঙ্গের পর 'The Secret' নামক এক তথ্যচিত্র দেখানো হয় যাতে চিন্তার শক্তির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ভঃ অনিতা এরপর 'সমাজ ও প্রকৃতির' উপর যুবাদের দায়িত্বের উপর আলোকপাত করেন। ভ্রাঃ যতীন 'মন নিয়ন্ত্রণের' উপর গুরুদেবের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ছোট একটি উপস্থাপনা পেশ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সকলের কাছে বেশ মনোগ্রাহী হয়েছিল।

জম্মু– সংবাদ – নতুন কেন্দ্র –

15 আগস্ট বনমহোৎসব উপলক্ষে নতুন চারাগাছ কিনে রোপন করা হয়। 2010 সালের জুলাই মাসে চারপাশের দেওয়াল তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যায়। অর্জুন, বটল্‌ব্রাশ, পাইন, নিম, আমলা, অ্যালেস্‌টোনিয়া, পঞ্চ–সিতারা, চায়না রোজ, শিশম্‌, সিলভার ওক্‌ ইত্যাদি প্রায় 90টির অধিক গাছ লাগানো হয়। আশ্রমের জন্য

নির্ধারিত এক একর জমির উপরে ঐসব গাছ লাগানো হয়। গরম উপেক্ষা করে 30 জন অভ্যাসী এতে অংশ নেন। নির্মাণকাজের পরিকল্পনায় খাওয়ার ঘর, রান্নাঘর, সৌচাগার ইত্যাদি দেখিয়ে গুরুদেবের অনুমতির জন্য পেশ করা হয়েছে।

দাভাংগিরি, কর্ণাটক : আশ্রম নির্মাণ

মাত্র জনা কয়েক অভ্যাসী নিয়ে শুরু করে দাভাংগিরি কেন্দ্রে আজ প্রায় 100 জন অভ্যাসী। আগে রবিবারের সৎসঙ্গ এক অভ্যাসীর বাড়িতে করা হত, কিন্তু অভ্যাসী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তা এখন এক স্কুলের ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অভ্যাসী সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ায় আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ক্রমে 2 একর জমি মিশনের জন্য কেনা হয়। মাটি খোঁড়ার কাজ 2009 সালে 2 ফেব্রুয়ারী শুরু করা হয় এবং 2010 এর 25 এপ্রিল ধ্যানকক্ষ ও রানাঘরকে কেন্দ্র করে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ধ্যানকক্ষের আকার 45 ফুট ×45 ফুট এবং রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও অফিসের আকার 60 ফুট ×15 ফুট।

ধ্যানকক্ষের নির্মানকাজ ভিত পর্যন্ত হয়েছে। রান্নাঘরের ছাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। গভীর নলকূপ বসিয়ে পানীয় জল এবং বাগানের জলের চাহিদা মেটানো যাবে। 60টি টিক্, 10টি নিম, 10টি হোঞ্জ ও কিছু নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে। নতুন আশ্রম অক্টোবর নাগাদ তৈরী হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিশুদের জন্য মূল্যবোধ

হাথ্রাস, মধ্যপ্রদেশ

২৭ জুন হাথ্রাস কেন্দ্রে আয়োজিত VBSE শিবিরে প্রায় ৩০ জন শিশু প্রবল উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। ৫ মিনিট প্রার্থনা করে অধিবেশন শুরু হয়। ভ্রাতা অরবিন্দ সহজমার্গের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেন। ভ্রাঃ ঋষিরাজ সিং সুস্বাস্থ্য ও দৈহিক ব্যায়ামের উপযোগিতার উপর বক্তব্য রাখেন। শিশুরা এসব বক্তব্য মন দিয়ে শোনে। ভ্রাঃ অমিত, ভ্রাঃ হরেন্দ্র ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা নানা ধরণের ক্রীড়া, সাধারণ জ্ঞান, ছোট নাটিকা ইত্যাদি পরিচালনা করেন এবং কি করে পড়াশোনা আনন্দময় হতে পারে তা তুলে ধরেন। গ্রীষ্মকালীন শিবির অংশগ্রহণকারীদের উপহার প্রদানের পর সমাপ্ত হয়।

ইন্দোর, এম. পি.

২১ থেকে ২৫ জুন পাঁচদিন ব্যাপী শিশুদের VBSE শিবির ইন্দোরে পরিচালিত হয় যেখানে ৭০ জন শিশু যোগ দেয়। গত ১২ বছর যাবৎ এ হেন কার্যক্রম এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। VBSE কার্যক্রমের সাথে মাটির শিল্প, কাঁচ শিল্প, নৃত্য, আগুনহীন রান্না ইত্যাদি শেখানো হয়।

মিশনের প্রার্থনা দিয়ে দিন শুরু করে পাঁচ মিনিট নীরবতা পালন ও তারপর যোগ অনুশীলন করানো হয়। পরের ১০ মিনিট সিনেমা প্রদর্শনের মাধ্যমে মূল্যবোধ সন্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়। এরপর শিশুরা নিজেদের কাজকর্মে দুঘন্টা মনোনিবেশ করে। ভাগ করে নেওয়া, সহযোগিতা করা, প্রশংসা করার মতো মূল্যবোধগুলি তাদের শিক্ষণীয় কাজকর্মে যুক্ত ছিল।

পিলিভিট, ইউ. পি.

১১ থেকে ২০ জুন পিলিভিট কেন্দ্রে আয়োজিত গ্রীষ্মকালীন VBSE শিবিরে ১০ থেকে ১৪ বছরের শিশুরা যোগ দেয়। প্রায় ৪০ জন শিশু এতে অংশ নেয়। সকাল ৬.৩০ মিনিটে শিবের শুরু হয় এবং তা নানা অধিবেশনে বিভক্ত থাকে। অধিবেশনের প্রথম ভাগে VBSE সিলেবাসের বিষয় ছাড়াও শরীর চর্চা, প্রার্থনা ও ধ্যান অন্তর্গত ছিল। এছাড়া সমবেত অতিথিরা সংবাদ মাধ্যম, ট্রাফিক নিয়ম, কম্পিউটার, পোস্ট –অফিস, সময় ম্যানেজ্‌মেন্ট, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন ও প্রেজেন্টেস্‌ন্ দেন। অরিগ্যামী, ক্র্যাফ্‌ট, ছবি আঁকা, গান করা ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। শিবিরের শেষ দিনে অংশগ্রহণকারী শিশুদের পিতা–মাতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় শিশুদের নাচ ও গানের প্রোগ্রাম দেখার জন্য।

জ্যোতির্কেন্দ্র

"জীবন হল শিক্ষার এক আত্মিক পদ্ধতি – যা এই জীবনে শেষ হয় না। এ হল অনাদি অনন্ত। আমরা জানি না এই শিক্ষার শুরু কবে হয়েছিল, এর কোন শেষ নেই কারণ আমরা উত্তরোত্তর যত ক্রমবিকশিত হই, তত নিরন্তর কাজ করতে থাকি।"

নাট্রামপল্লী, তামিলনাড়ু

শ্রী ওমপ্রকাশ মহোদয় এই নাট্রামপল্লী আশ্রম ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে মিশনকে দান করেন, যিনি পরে অভ্যাসী ও প্রশিক্ষক হন। চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে গুরুদেবের এখানে স্বল্পসময় বিশ্রামের এক মনোরম স্থান। পাহাড় ঘেরা গ্রামের এক রম্য পরিবেশে অবস্থিত এই আশ্রম যা ইয়েলাগিরি পাহাড় থেকে ২০ কিমি দূরে।

আশ্রমের এক একর জমি কতক লম্বা ধরণের আর আশ্রমকে দূর থেকে অনেকটা যুদ্ধজাহাজের মত দেখায়। এ হেন তৈরী অবস্থায় প্রদান করা আশ্রমের সংখ্যা খুবই কম। উদার দাতা, তাঁর সুবিধামত অর্থের যোগান অনুযায়ী আশ্রমের সম্প্রসারণ করেছেন এবং এখানে সম্প্রসারণের অনেক সুযোগ রয়েছে। যখন প্রথম তিনি দেন, তখনই তাতে ২০০০ অভ্যাসী বসার মতো ধ্যান কক্ষ, রান্না ও খাবার ঘর সহযোগে প্রায় ৫০০ অভ্যাসীর বহুশয্যাবিশিষ্ট শয়ন কক্ষ তৈরী ছিল। কিছু ছোট নির্মিত স্থান পরবর্তীকালে গুরুদেবের কটেজ ও গ্রন্থাগারে রূপান্তর করা হয়।

এই আশ্রম ঝজঙ্গ আশ্রমপুঞ্জের মধ্যে একটি এবং নিকটবর্তী তিরুপাত্তুর, ভানিয়ামবাদি, ভেল্লুকোট্টাই এবং পাচুর কেন্দ্রগুলির আধ্যাত্মিক সমাবেশ, এখানে হয়ে থাকে। রবিবারে অভ্যাসীরা সৎসঙ্গের জন্যও আসেন। এছাড়াও, প্রত্যেক মাসের সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে হোসুর, কৃষ্ণগিরি, বারগুর, কাভেরীপাটনাম, কুপ্পাম, পানানডুর, জগদেবী, ভি.কোটে, অরণি ও ভেলোর মিলিয়ে প্রায় ২০০ অভ্যাসীর সমাবেশ হয়।

২০০৫ সালে কেরলের প্রশিক্ষকদের সেমিনার গুরুদেব এখানে করেন এবং ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মেধাবৃত্তি সংক্রান্ত তিনসপ্তাহের কার্যক্রম এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

গত দু–বছরে আশ্রমের দুইদিকে ১.৭৫ একর এবং ০.৯৪ একর অতিরিক্ত জমি কিনে নেওয়া হয়। বড় এলাকায় ফল, ফুল, সব্জির চাষ করা হচ্ছে, যাতে অভ্যাসীর কাজ করার সুযোগ পায়। এক বিশাল পেঁপে বাগান থেকে কতক উপার্জন করার প্রয়াস গুরুদেবের প্রশংসা অর্জন করে। তিনি বলেন, এখানকার পেঁপে এদেশের সবচেয়ে সুস্বাদু।

নাট্রামপল্লী আশ্রম আকুল হৃদয়ের এক অধ্যাত্মিক নন্দনকানন যা ভবিষ্যতেও তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.